বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি

সম্পাদনা
বেলা দাস • বিশ্বতোষ চৌধুরী

বিষয়সূচি

		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		৯
ক. বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি : সঙ্কট ও সম্ভাবনা		
বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি	বরুণকুমার চক্রবর্তী	১৫
বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি	বেলা দাস	২১
বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি	তপনকুমার বিশ্বাস	২৮
বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি : পণ্যায়ন, প্রসারণ ও বিকৃতিকরণ-একটি ভাবনা	রমাকান্ত দাস	৩৫
বিশ্বায়ণ ও ব্রত : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা	সর্বজিৎ দাস	৪৫
বিশ্বায়ন, লোকসংস্কৃতি ও প্রতিরোধের সন্দর্ভ	শান্তনু সরকার	৫০
বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে লোক আঙ্গিকের অভিকরণকলা ও মতাদর্শের প্রশ্ন	দেবাশিস ভট্টাচার্য	৬১
বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি সঙ্কট ও সম্ভাবনা	সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৫
খ. বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকসংস্কৃতি		
উত্তর-পূর্ব ভারতের লোকসংস্কৃতি বিশ্বায়নের প্রভাব	বিপ্লব চক্রবর্তী	৮৩
বিশ্বায়ন ও লোকসংস্কৃতি ত্রিপুরা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	নির্মল দাশ	৯৪
বিশ্বায়নের অশ্বমেধ ও ঈশানকোণের ব্রাত্যজন	ইন্দ্রনীল দে	১০৪
বিশ্বায়নের যুগে বরাকের গাজিনৃত্য সঙ্কট ও সম্ভাবনা	কামালউদ্দিন আহমেদ	১০৯
বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে গ্রাম কাছাড়ের আড়ম্বরপূর্ণ লোকউৎসব 'রাজর্ষি ব্রত'	বুবুল শর্মা	১১৮
বরাক উপত্যকার মনসাপূজা ও ওঝা নাচ	সূর্যসেন দেব	১২৯
বরাক উপত্যকার হিন্দু বাঙালির লোকাচারে সংখ্যার ব্যবহার ও তার সমাজতত্ত্ব	প্রিয়ব্রত নাথ	১৩৯
বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকার বিবাহানুষ্ঠান	অনির্বাণ দত্ত	১৪৬
গ. বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বাংলার লোকসংস্কৃতিচর্চা		
বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের প্রান্তবাসীর লোকসংস্কৃতি	অর্ণব সেন	১৬০

বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে গ্রাম কাছাড়ের আড়ম্বরপূর্ণ লোক উৎসব 'রাজর্ষি ব্রত'

বুবুল শর্মা

এক

মানুষ মাত্রেই আশাবাদী, আর এই আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মানুষ নানাবিধ ব্রত পালন করে আসছে। বাংলাকে 'বারোমাসের তেরো পার্বণের' দেশ বলা হয়। বর্ষচক্রের প্রত্যেকটা মাসেই একটা না একটা ব্রতের প্রচলন আছে। কাছাড়ের গ্রাম শহর ভেদে নানা স্থানে বিভিন্ন ব্রত পালন করা হয়। সে রকমই একটি ব্রত 'রাজর্ষি ব্রত' স্থানীয় নাম 'রাজর্ষির বর্ত'। সাংবাৎসরিক কিছু ব্রতোৎসব সাধারণ বাঙালি জীবনে একটি বড় স্থান অধিকার করে আছে। লক্ষণীয়, কাছাড়ের যে বাঙালি (হিন্দু) গ্রাম সমাজে বিশেষ করে নারীদের মধ্যেই ব্রতোৎসব বেশি মাত্রায় প্রচলিত। আলোচ্য 'রাজর্ষি ব্রত' মূলত পুরুষ সমাজ দ্বারা পরিচালিত। সেখানে মেয়েদের প্রবেশাধিকার নেই। পুরুষরা ব্রতের সমস্ত কিছুই পরিচালনা করেন।

'রাজর্ষি ব্রত'কে স্থানীয় ভাষায় 'রাজর্ষির বর্ত' বলা হয়। রাজর্ষি বলতে আমরা সাধারণত জনক রাজাকেই বুঝি। যেহেতু তিনি রাজা হয়েও ঋষির মতো থাকতেন তাই তাকে রাজর্ষি বলা হতো। অনেকের ধারণা এই রাজর্ষি (জনক রাজা) থেকেই 'রাজর্ষি' ব্রতে'র প্রচলন। আবার অনেকের মতে, 'রাজা' (একটা সমাজ বা গ্রাম) থেকেই 'রাজর্ষি' এসেছে। গ্রাম বাংলার মানুষের বিশ্বাস এই ব্রত উদ্‌যাপনে সমাজের মঙ্গল হবে। আসলে 'রাজর্ষি ব্রতে'র যে অনুষ্ঠান তা মূলত জীবিকা ও নিরাপত্তার সাথে জড়িত। কৃষিমূলক এই অনুষ্ঠানে 'শিব' ঠাকুরের আরাধনা করা হয়। বৈশাখ মাসের যে কোনো শনিবার অথবা মঙ্গলবারে 'রাজর্ষি ব্রত' পালন করা হয়।

'রাজর্ষি ব্রতে' সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যে পূজানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তা মূলত মহাদেবের উদ্দেশেই। সকালবেলা নগর সংকীর্তন করে চাল, টাকা সংগ্রহ করে গ্রামের সবাইকে সামিল করা হয়। পরে গ্রামের শিব বাড়িতে শিব পূজার আয়োজন করা হয় এবং প্রসাদ বিতরণেরও ব্যবস্থা থাকে। তারপর রাত্রিকালে শিব বাড়িতে সংকীর্ত্তন করার পর কয়েকটি মশাল জ্বেলে গ্রামের শেষ প্রান্তে প্রজ্বলিত মশালগুলো এক নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে রাখা হয়। এতে নাকি গ্রামে মহামারী বা অন্যান্য দুর্যোগের অনুপ্রবেশ রোধ করা যায়। 'রাজর্ষি ব্রতে'র সমস্ত অনুষ্ঠানই 'শিব' পূজার। শিব পূজার উদ্দেশ্যে মাঙ্গনের গানে জগন্নাথেরও উল্লেখ আছে। তাই মনে হয় শিবকেই বিভিন্ন

বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য

ভাবনাবিশ্বের ক্রমোত্তরণ

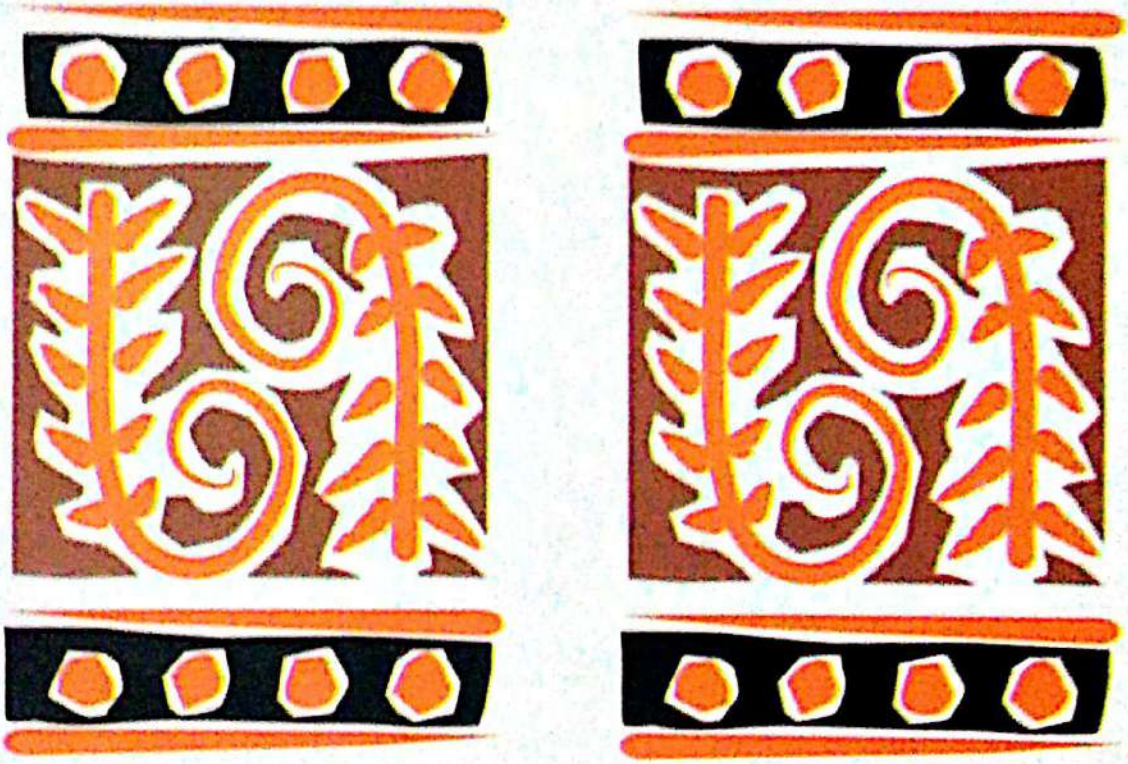

সম্পাদনা

বেলা দাস

ছড়া, প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্যে বাঙালিমন

স্বভাব ও মনস্বিতার যুক্তবেণী : অন্নদাশঙ্করের ছড়া	২১৫	তৃপ্তি পালচৌধুরী
আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর প্রবন্ধ : আমাদের আশ্রয়ভূমি	২১৯	রাহুল দাস
ক্ষুধিত পাষাণ : ইতিহাসের সত্য না কাল্পনিক কাহিনি!	২৩৩	রমা ভট্টাচার্য
রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস	২৪০	বুবুল শর্মা

লোকসাহিত্য ও জনসংস্কৃতি

জীবনচর্যায় মাটি	২৫৩	অমলেন্দু ভট্টাচার্য
লোক-পরম্পরায় সূর্যোপাসনা : প্রসঙ্গ ছট ও সূর্যব্রত	২৬৮	রূপরাজ ভট্টাচার্য
বরাক উপত্যকার 'মাঘমণ্ডল' ব্রত	২৮৩	রমাকান্ত দাস
সংস্কৃতি সমন্বয়ের লোকদেবতা আই	২৯৭	শিবতপন বসু
পপুলার কালচার ও মতাদর্শগত রাজনীতি	৩১০	শান্তনু সরকার
লেখক পরিচিতি	৩২৮	

রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনা ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস

বুবুল শর্মা

১

'রাজর্ষি' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয় এক শিশুর জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ভুবনেশ্বরী মন্দিরে পশু বলির রক্ত দেখে বালিকা হাসি রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে প্রশ্ন করেছিল, 'এত রক্ত কেন?' হাসির এই প্রশ্নই রাজা গোবিন্দমাণিক্যের মনে বহুদিনের সংস্কার সম্পর্কে সংশয় জাগে, এবং তিনি মন্দিরে বলিপ্রথা বন্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ভুবনেশ্বরী মন্দিরে বলিপ্রথা বন্ধ করতে রাজ সংঘর্ষ বাঁধে, এবং সেই সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত রাজা গোবিন্দমাণিক্যই জয়ী হয়েছেন। এই জয়ের একটা অংশে হাসি ও তার ভাই তাতা (ধ্রুব) যে আছে একথা মহারাজ স্বীকার করেন। তাই তিনি ধ্রুবকে নিয়ে বনবাসী হতে চেয়েছেন, আর এই ধ্রুবের মধ্যেই আত্ম সমাধান করে পুনর্জন্ম লাভ করতেও সচেষ্ট হয়েছেন। আসলে শিশুরাই অনেক সময় মানুষের সত্যদৃষ্টি খুলে দেয়। লক্ষণীয়, রবীন্দ্র নাটকে ভাবদ্যোতক শিশুরা এসেছে, এই ধ্রুব যেন তাদেরই পূর্বরূপ।

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সাথে রবীন্দ্রনাথের মধুর সম্পর্ক ছিল। ত্রিপুরার ইতিহাসও তাঁকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছিল তাই, 'রাজমালা' থেকে তিনি 'মুকুট' ও 'রাজর্ষি'র কাহিনি আহরণ করেছিলেন। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের সূচনায় তিনি লিখেছেন, 'এ আমার স্বপ্নলব্ধ উপন্যাস' —"স্বপ্নে দেখলুম—একটা পাথরের মন্দির। ছোট মেয়েকে নিয়ে বাবা এসেছেন পুজো দিতে। সাদাপাথরের সিঁড়ির উপর দিয়ে বলির রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। দেখে মেয়েটির মুখে কী ভয়! কী বেদনা! বাপকে সে বার বার করুণ স্বরে বলতে লাগল, বাবা, এত রক্ত কেন! বাপ কোনোমতে মেয়ের মুখ চাপা দিতে চায়, মেয়ে তখন নিজের আঁচল দিয়ে রক্ত মুছতে লাগল। জেগে উঠেই বললাম, গল্প পাওয়া গেল। এই স্বপ্নের বিবরণ 'জীবনস্মৃতি'তে পূর্বেই লিখেছি, পুনরুক্তি করতে হল। আসল গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তিপূজার বিরোধ।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সূচনা, পৃষ্ঠা-৭০১)

'রাজর্ষি'র মূল ভাববস্তু অহিংসা ধর্মের সাথে শক্তিপূজার হিংস্রতার বিরোধ। শক্তিপূজায় প্রচলিত পশু বলির মতো পাশবিক বৃত্তির পরিবর্তে অহিংস ধর্মের নীতিকথাই 'রাজর্ষি' উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে মহারাজা গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি দু'টি বিপরীত শক্তির প্রতীক। রঘুপতি বহু বছরের সঞ্চিত অন্ধ কুসংস্কারকে যে কোনো মূল্যে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন আর, অন্যদিকে রাজা গোবিন্দমাণিক্য চেয়েছেন প্রেমের মধ্য দিয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নলব্ধ কাহিনির সাথে ইতিহাসের একটা মেল বন্ধন ঘটেছে। নক্ষত্র রায়কে কেন্দ্র করে ইতিহাসের ত্রিপুরা রাজ্যে এক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার লাভ করেছিল। সেই সময় বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র শাহ সুজা। সুজার সাহায্য নিয়ে নক্ষত্র

নারীপরিসর
সমাজে ও সাহিত্যে

সম্পাদনা
বরুণজ্যোতি চৌধুরী

সূচিপত্র

তপোধীর ভট্টাচার্য ।। 'ছেলেকে হিস্ট্রি পড়াতে গিয়ে' : নব্য ইতিহাসতত্ত্বের প্রস্তাবনা ১১

দেবাশিস ভট্টাচার্য ।। মানবী-ধরিত্রীর বিপন্নতা : তত্ত্বে, আখ্যানে ৩২৮

প্রিয়কান্ত নাথ ।। আবুল বাশারের উপন্যাসে অবরোধবাসিনীর আত্মকথা ৩৬

বিনীতা রাণী দাস ।। সমাজ, সময় ও সম্পর্কের বৃত্তে নারী : সমস্যা, সংকট ও উত্তরণ
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস 'হেমন্তের পাখি' ৪৭

রমাকান্ত দাস ।। পণপ্রথা বিরোধী ভারতীয় দন্ডবিধি আইন : প্রেক্ষিত লিঙ্গবৈষম্য ৫৯

বুবুল শর্মা ।। লোক সংস্কৃতির দর্পণে সূর্যব্রত : বরাক উপত্যকার শিলডুবি গ্রান্ট ৬৫

সীমা ঘোষ ।। যে সংবাদ মনোযোগ আকর্ষণ করে না, কিন্তু প্রতিকার খোঁজে নিরন্তর ৭৬

শান্তনু সরকার ।। নারীর গৃহশ্রম ও মজুরী : মার্ক্সবাদী বিতর্কের একটি প্রাথমিক রূপরেখা ৯৮

মেঘমালা দে ।। ইরম শর্মিলা : আমাদের ঘুমঘোর ও পারুলবোনের একটি যুগ ৯৫

রূপরাজ ভট্টাচার্য ।। নারীর প্রত্ন-অস্তিত্বের আর্ত-কথামালা ১০১

অশোক দাস ।। নারীর প্রতিবেদন, প্রতিবেদনের নারী : আমার জীবন ১১৩

সঞ্জয় ভট্টাচার্য ।। নারীশিক্ষা আন্দোলন ও উনিশ শতকের বঙ্গদেশ : 'স্ত্রীশিক্ষা' ১২৩

রামী চক্রবর্তী ।। ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস : নারীর প্রচ্ছন্ন যুদ্ধকথা? ১৩৩

উত্তম রায় ।। নারীর আবদ্ধ আকাশ : মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা ১৪৪

রামকৃষ্ণ ঘোষ ।। লিঙ্গ-বৈষম্য ও নারীবাদ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' ১৪৯

মমতাজ বেগম বড়ভূঁইয়া ।। নারীর অন্তর্বেদনের কোলাজ : তসলিমার শিল্পিত ভুবন ১৫৩

বিষ্ণুচন্দ্র দে ।। তসলিমা নাসরিনের কবিতায় নারীপরিসর ১৬৭

রূপা ভট্টাচার্য ।। মল্লিকা সেনগুপ্ত, নারী কবিতার ভুবন ১৭৯

মমতা চক্রবর্তী ।। ড. ইন্দিরা গোস্বামীর ''নীলকণ্ঠী ব্রজ' উপন্যাসে নারী ১৮৬

ইন্দিরা ভট্টাচার্য ।। লিঙ্গরাজনীতি ও সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস ১৯১

মধু মিত্র ।। লিঙ্গ নির্মাণ, পুরুষতন্ত্র এবং বাঙালি রমণীর যৌনতা : উনিশ শতকের দর্পণে ২০০

অনামিকা চক্রবর্তী এবং মানস কুমার চক্রবর্তী ।। ড. মামণি রায়ছম গোস্বামীর 'আধা লেখা
দস্তাবেজ' ও সুপ্রভা দত্তের ডায়েরি : জীবন স্থাপত্যের নির্মাণ ২১৩

তৃপ্তি পাল চৌধুরী।। ভারতীয় শিশুকল্যাণ পরিষদ, শিলচর শাখা : শৈশব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী ২১৯

ফারজানা সিদ্দিকা ।। নারীর জীবিকা : সৃষ্টিশীলতার দ্বন্দ্ব ২২৩

বাপিচন্দ্র দাস ।। গ্রামপঞ্চায়েত নারী জন প্রতিনিধি : পুরুষতন্ত্রের প্রহরী ২৩৭

প্রান্তিকা নাথ ।। সুলেখা সান্যালের ছোটগল্প ও সামাজিক অসাম্য ২৪১

সুরজিৎ পাল ।। নারী প্রগতিতে নারী সংস্থা : প্রসঙ্গ বরাক উপত্যকা ২৪৪

পর্শীয়া রায় ।। মল্লিকা সেনগুপ্তের কবিতা : প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ২৪৮

অনুপম সরকার।। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন ও বাঙালি মুসলিম নারী বাংলা কথাসাহিত্যের দর্পণে ২৫৮

অমৃতা সিকিদার ।। লিঙ্গ-বৈষম্যে জর্জরিত নিঃসঙ্গ নারী : সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটোগল্প ২৬৬

তাপস কয়াল ।। সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' : নারীর অন্তর্দহনে প্রতিরোধের প্রত্যয় ২৭৭

অনন্যা বাগচী ।। নারীচেতনাবাদী তত্ত্বের আলোকে রাধিকাসুন্দরী ও মানুষ মানুষ ২৮৩

লেখক পরিচিতি ২৮৮

বুবুল শর্মা

লোক সংস্কৃতির দর্পণে সূর্যব্রত : বরাক উপত্যকার শিলডুবি গ্রান্ট

অপূর্ব মন মাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বরাক উপত্যকার 'শিলডুবি গ্রান্ট'-এর জনপদ। নিবৃত্ত শিলডুবি পল্লীগ্রামের চারপাশে সবুজ অরণ্যানীর মাঝে খাল, বিল, নদী, নালার বিচিত্র সমাহার। বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার দক্ষিণপ্রান্তে ৫৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত 'শিলডুবি' গ্রান্ট। সদর শিলচর থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই পল্লীগ্রাম। গ্রান্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে সরকার প্রদত্ত ভূমি। এই ধরণের ভূমি বা জমিতে করের হার নিতান্তই অল্প থাকে। কাছাড় জেলার শিলডুবি গ্রান্ট সহ বরাক উপত্যকায় আরোও ৪৪টি গ্রান্ট এরিয়া আছে। ভৌগোলিক বিচারে 'শিলডুবি' বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। 'শিলডুবি'র পূর্ব দিকে ৫৪ নং জাতীয় সড়ক, পশ্চিমে শিলকুড়ি গ্রাম, উত্তরে ঘিলাচড়া ও বারিকনগর গ্রাম, দক্ষিণে (ক্লেভার হাউস) নতুন বাজারের দত্তপাড়া এবং এই প্রান্তের শেষ সীমা দিয়ে প্রবাহিত শালগঙ্গা নদী। নদীর ওপর পারে ক্লেভার হাউস জিপি।

'শিলডুবি'র গ্রান্ট এরিয়ায় সর্বমোট জমির পরিমান ৪৭২৮ বিঘা। এই ৪৭২৮ বিঘা জমি শ্রীযুক্ত বাবু উদয় চাঁদ দাস মহাশয় আনুমানিক ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশের কাছ থেকে ৩০,০০০/- (তিরিশ হাজার) টাকায় ক্রয় করেন। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত শিলডুবির গ্রান্ট এরিয়া 'জমিদারী ষ্টেইট'-এর অধীনে আছে। 'জমিদারী ষ্টেইট'-এর হিসেবে শিলডুবিতে মেনিপুর পার্ট-ওয়ান, মেনিপুর পার্ট-টু, শিলডুবি গ্রান্ট ও মকাচাউরী এই ৪টি মৌজা আছে। আর রেভিনিউ ভিলেজ হিসেবে ৫টি মৌজা, মেনিপুর পার্ট-ওয়ান, মেনিপুর পার্ট-টু, শিলডুবি গ্রান্ট, শিলডুবি পার্ট-ওয়ান, শিলডুবি পার্ট-টু। শিলডুবি গ্রান্টের যে এরিয়া তার মধ্যে ২টি পি ডব্লিউ ডি রাস্তা আছে। প্রথম রাস্তাটি শিলডুবির পূর্ব প্রান্ত অর্থাৎ ৫৪নং জাতীয় সড়ক থেকে এক কিলোমিটার পর দুটি ভাগে ভাগ হয়ে একটা রাস্তা দার্বি বাগান পর্যন্ত, অন্যভাগ শিলকুড়ি গ্রাম পর্যন্ত, দ্বিতীয় রাস্তা ৫৪নং জাতীয় সড়ক থেকে মেনিপুরের মধ্যে দিয়ে ডার্বি বাগান পর্যন্ত।

দুটি শব্দের স্থান নাম 'শিলডুবি'। স্থান নামের উৎস প্রসঙ্গে কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকাকেই বোঝায়। স্থানীয় ইতিহাস ও কিংবদন্তীর উপর ভিত্তি করে এই অঞ্চলের স্থান নামের উৎস বিচার করা যায়। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে বৃহৎ ডোবা অঞ্চল, এই ডোবার নাম 'শিলডুবি বিল'। কোনো এক সময়ে এই ডোবার চতুর্দিকে ঘন জঙ্গল আর পাথরের

বাংলা উপন্যাস
সংস্কার সংকটে

সম্পাদনা

প্রিয়কান্ত নাথ

রামী চক্রবর্তী

সূচিপত্র

বনফুলের 'ডানা' : আত্ম-সন্ধানের পথ ও পাথেয়	১৩	প্রিয়কান্ত নাথ
'নোনা জল মিঠে মাটি' : পুনঃপাঠের আলোকে	৩৪	পারমিতা আচার্য
নারী সত্তার প্রগতি ও পরাগতির দ্বন্দ্ব : অমিয়ভূষণের 'দুখিয়ার কুঠি'	৫৩	অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ
'বিবর' : পুনঃজিজ্ঞাসা	৬৪	তপোধীর ভট্টাচার্য
'অর্জুন' : দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবন	৭৩	উত্তম পালুয়া
কালকূটের 'শাম্ব' : উত্তরণের ইতিহাস	৮৪	লায়েক আলি খান
সমরেশ বসুর 'টানাপোড়েন' : জীবন থেকে শিল্পের আশ্রয়ে	৯১	অনামিকা চক্রবর্তী
জীবন ও সংস্কৃতির দর্পণে 'লংতরাই' উপন্যাস	১০৯	বীণাপাণি চন্দ
'রহু চণ্ডালের হাড়' : উপনিবেশোত্তর চেতনার নির্মাণ	১২৪	তানিয়া চক্রবর্তী
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'অলীক মানুষ' : জীবনের আলো-আঁধার	১৩৯	মহঃ মাইনুল হক
গৌরকিশোর ঘোষের 'প্রেম নেই' : সময় ও সমাজের বৃত্তান্ত	১৫৯	মৌমিতা হোড়
ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' : প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ	১৭৫	সমীরণচন্দ্র রায়
'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' : একটি বিশ্লেষণী পাঠ	১৮২	রমাকান্ত দাস
পুরাণের নব নির্মিতি : 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'	২১৩	বুবুল শর্মা
'নদী মাটি অরণ্য' : চোদ্দ ভাটির অনবদ্য আখ্যান	২২৪	বরুণকুমার চক্রবর্তী

পুরাণের নব নির্মিতি : 'বিদ্যাধরী ও বিবাগী লখিন্দর'

বুবুল শর্মা

।। ১ ।।

অভিজিৎ সেনের জন্ম ১৯৪৫ সালের ২৮ শে জানুয়ারি অবিভক্ত বাংলাদেশের বরিশাল জেলার কেওড়া গ্রামে। পিতার নাম সুধীর কুমার সেন, মা লাবনাপ্রভা সেন। পিতামহের নাম শ্রী অবিনাশ চন্দ্র সেন ও পিতামহী শ্রীমতী ক্ষিরোদা সুন্দরী দেবী। লেখকের মাতামহের নাম শ্রীযুক্ত বসন্ত গুপ্ত। আট ভাই এবং পাঁচবোনের মধ্যে ষষ্ঠ সন্তান লেখক। অভিজিৎ সেনের শিক্ষা জীবন শুরু হয় কেওড়া গ্রামের স্কুল থেকে। কিন্তু দেশভাগের অস্থির পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানের বরিশালের বাস্তুভিটে ত্যাগ করে লেখককে চলে আসতে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। গৃহত্যাগের প্রায় দেড় দশক পর পিতা মাতার সাথে লেখকের সাক্ষাৎ হয়েছে। ১৯৫৯ সালে ঝাড়গ্রামের স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইনাল পাশ করে, আই এস সি পাশ করেন দ্বিতীয় বিভাগে পুরুলিয়া থেকে। তারপর কলকাতার সিটি কলেজ থকে ১৯৬২ সালে বি এ পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করেন ১৯৬৭ সালে।

অভিজিৎ সেনের স্ত্রীর নাম দীপিকা সেন। লেখকের দুই কন্যা—সুদেষ্ণা ও শিঞ্জনা। 'নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে' চাকুরি সূত্রে লেখকের কর্মজীবন শুরু হয় বি এ পড়ার সময় থেকেই। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত 'নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে' চাকরি করার পর ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত 'ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্কে', তারপর মাঝখানে কিছুদিন কর্মহীনতার পর ১৯৭৬ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত 'গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের উচ্চপদে চাকুরি করে অবসর গ্রহণ করেন।

অভিজিৎ সেনের সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল লিটিল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে। অল্প বয়সে নিচু ক্লাসে পড়ার সময়ই লেখকের সাহিত্যে হাতেখড়ি বা সাহিত্যের জগতে কবিতার মাধ্যমে প্রথম পদার্পণ। লেখকের ভাষায় 'কয়েকটি ছেলে মানুষি কবিতা'। ব্যাঙ্কে চাকুরি করার সময় অনেক মানুষের সাথে লেখকের পরিচয় ঘটে। আবার চাকুরি সূত্রেই সমগ্র পশ্চিম বাংলার শহর ও গ্রামে বাস করার অভিজ্ঞতাও লেখক সঞ্চয় করেন। বিশেষ করে মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, কলকাতা, পুরুলিয়া ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কর্মসূত্রে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সেই সূত্রেই বিভিন্ন অঞ্চলের সমাজ-সংস্কৃতির সাথে তাঁর ঘনিষ্ট যোগসূত্র ঘটে। তাছাড়া, গ্রাম, শহর, বস্তি এলাকার সংগ্রামময় জীবন সম্পর্কে তিনি বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। লেখকের সক্রিয় পর্যবেক্ষণের ফলে তাঁর সাহিত্য সম্ভারে সমাজ-সংস্কৃতি-প্রশাসন ও রাজনীতির প্রকাশ ব্যাপকভাবে ঘটেছে।

বরাক উপত্যকার লোকঐতিহ্য

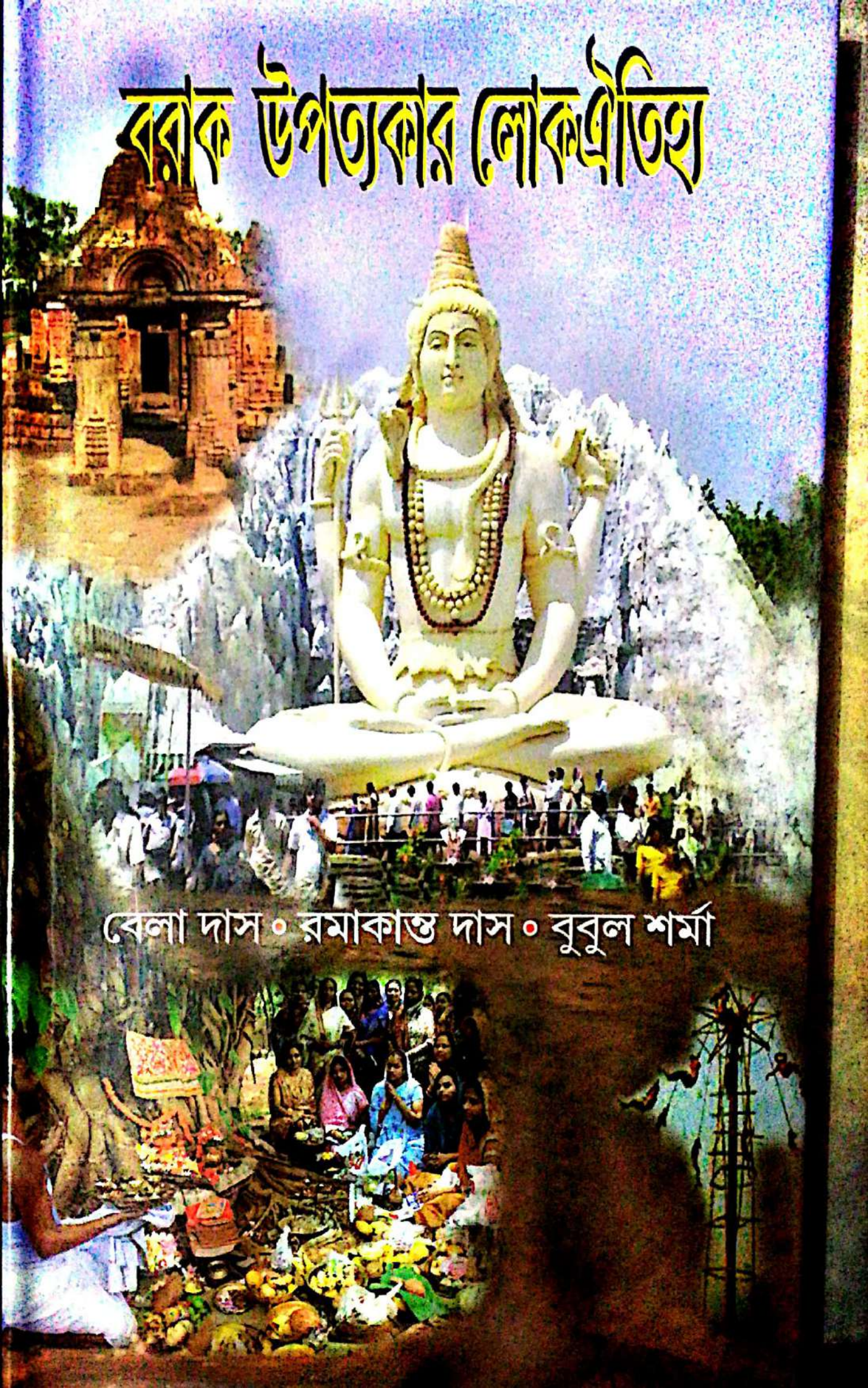

বেলা দাস • রমাকান্ত দাস • বুবুল শর্মা

সূচিপত্র

প্রথম খণ্ড ৯—৬৮

বরাক উপত্যকার চড়ক উৎসব : একটি পর্যালোচনা ১১

বরাক উপত্যকার ব্রতোৎসব 'টুসু' ২৮

চরাই আদিবাসী গোষ্ঠীর সামাজিক উৎসব 'তারমেরি' : একটি বিশ্লেষণ ৪৩

বরাক উপত্যকার লোক উৎসব 'বাঘাই' ৫২

বরাক উপত্যকার বৈষ্ণব উৎসব : 'চৌদ্দমাদল' ৬২

দ্বিতীয় খণ্ড ৬৯-২০০

ইতিহাসের দর্পণে বরমবাবার মেলা ৭১

সূর্যব্রত সংগীত বা কালাঠাকুরের কীর্তন : একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক প্রতিবেদন ৮৪

বরাক উপত্যকার লোক ঐতিহ্যে 'পুষ্পদোল' ১৫৫

বরাক উপত্যকার নৌকাটানার গান : শস্য ফলন অনুষঙ্গ ১৮৫

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কালাচাঁদ ঠাকুরের মন্দির ১৯৭

বরাক উপত্যকার লোকঐতিহ্য

দ্বিতীয় খণ্ড

ড. বুবুল শর্মা
বাংলা বিভাগ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাসের দর্পণে বরমবাবার মেলা

বরমবাবার আবির্ভাবের কাহিনি

ব্রাহ্মণ শব্দের অপভ্রংশ 'বরম'। আবার 'বরমবাবা' অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সন্তান। কথিত আছে, পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিস রাজত্বের সময় আসামে চা'শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয় ব্রিটিসরা। লক্ষণীয়, ১৮৫৪-৫৫ সালে বরাক উপত্যকায় প্রথম চা-শিল্প স্থাপিত হয়। বর্তমানে বরমবাবার মন্দির যেখানে স্থাপিত আছে, সেই শিলকুড়ি 'চা'বাগান স্থাপিত হয়েছিলন ১৮৬০ সালে। তখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্রিটিসরা লোক এনে 'চা'শিল্পের কাজে নিযুক্ত করত। একবার উত্তরপ্রদেশের একদল লোকের সাথে ৭-৮ বছরের এক ব্রাহ্মণ সন্তান নিজের পিতার সাথে শিলকুড়ি বাগানে আসেন। বস্তুত, বাগান শ্রমিকদের পূজা-পার্বণ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এখানে আসেন। এই ৭-৮ বছরের ব্রাহ্মণ বালকের নাম ছিল 'লংটুরাম'। লংটুরাম ব্রাহ্মণ সন্তান হওয়ার সুবাদে পিতার সাথে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। কথিত আছে, অল্প বয়সেই লংটুরাম ব্রহ্মগায়ত্রী সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই সময় চা-বাগানের ব্রিটিস মালিকরা শ্রমিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করত। লংটুরাম ব্রিটিসদের অত্যাচারের হাত থেকে আগন্তুক শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব করতে গিয়ে ব্রিটিস বিরোধিতা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স এগারো। ব্রিটিস বিরোধিতার জন্য এই অল্প বয়সী বালককে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই অপমান সহ্য করতে না পেরে লংটুরাম শিলকুড়ি বাগানের তখনকার মাটির রাস্তার ধারে এক বিশাল বটবৃক্ষের নীচে স্বেচ্ছায় সমাধিস্থ হন। স্থানটি বর্তমানে 'বরমবাবার' ধাম নামে পরিচিত।

লংটুরামের মৃত্যু সংবাদ শিলকুড়ি বাগানে ছড়িয়ে পড়ে। তখন শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা ও আতঙ্ক বিস্তার করেছিল। এরপর থেকেই বাগান ও তার সংলগ্ন এলাকায় নানা অলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটতে থাকে। (ক) কখনও দেখা যায় গভীর রাতে চা-বাগানের মেশিন চলতে শুরু করেছে। (খ) রুটিন মাফিক মেশিন (চা-বাগানের) চলছে, হঠাৎ করে মেশিন বন্ধ হয়ে যায়। অনেক মেরামতির পরও আর মেশিন চালানো যায়নি। (গ) কখনও দেখা যায় বাগানের কয়েকটি বাড়িতে একসাথে আগুন লেগেছে। (ঘ) শিলচর থেকে হাইলাকান্দি যাওয়ার সময় একটি বাস ওই জায়গায় (লংটুরামের সমাধির স্থানে) আসার পর যান্ত্রিক গোলযোগ হয়, কোনো অবস্থায় আর গাড়িটাকে চালানো যায়নি। তারপর সবাই মিলে 'বাবার'দোহাই দিলে বাসটা চলতে শুরু করে। (ঙ) লংটুরাম স্বপ্নে অনেককে দর্শন দিয়ে বলেন, 'এই বটগাছের নীচে আমার নামে একটা মন্দির নির্মাণ করতে হবে। যদি আমার নামে মন্দির নির্মাণ না হয়,

বিভূতিভূষণ

পুনঃপাঠ

সম্পাদনা

তপোধীর ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

পথের পাঁচালীর বিন্যাস : ভেতরের টান; বাইরের টান	১১	উজ্জ্বলকুমার মজুমদার
বিভূতিভূষণ : আধুনিকতা পেরিয়ে	১৭	তপোধীর ভট্টাচার্য
ধনঝরি পাহাড় আর নদীর ধারে বাড়ি/ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪	অমর মিত্র
আরণ্যক : ইকোসেন্ট্রিক ও এথনোসেন্ট্রিক অতিক্রমী আখ্যান	৩৭	উদয়চাঁদ দাশ
হৃদয় ক্ষরণ, অরণ্য, বেনিয়া অথবা 'আরণ্যক'	৫৫	রিয়া চক্রবর্তী
'আরণ্যক' : প্রকৃতি ও মানব জীবনের ধারাভাষ্য	৫৮	দেবী ভৌমিক
'আরণ্যক' : দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা	৬৬	বন্দনা দত্ত চৌধুরী
'দৃষ্টিপ্রদীপ' : উপন্যাসের গভীরে কবিতা	৭২	সমীরণ চন্দ্র রায়
'বিপিনের সংসার' : পুনঃপাঠ	৭৯	নন্দিতা বসু
'আদর্শ হিন্দু হোটেল' : পুনঃপাঠ	৮৭	রূপদত্তা রায়
'অনুবর্ত্তন': শিক্ষক জীবনের অপূর্ব আলেখ্য	৯৪	নিরুপমা নাথ
ইছামতী : নিবিড় পাঠ	১০৮	রুকসানা বেগম লস্কর
প্রাকৃতজনের পরিসর সন্ধানে বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'	১১৭	বুবুল শর্মা
'অশনি সংকেত' : সময়ের শিল্পিত অভিজ্ঞান	১২৮	বিকাশ রায়
দেবযান : একটি পাঠ	১৩৭	রত্না দে
সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সবই খেলা : বিভূতিভূষণের গল্পে জীবনবোধ	১৪৮	পঞ্চানন মণ্ডল
বিভূতিভূষণের গল্পে কয়েকজন নারী : পুনঃপাঠ ও পুনর্ভাবনা	১৫৮	মৃণালকান্তি মন্ডল

প্রাকৃতজনের পরিসর সন্ধানে বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'

বুবুল শর্মা

'ইছামতী' উপন্যাস রচনার নেপথ্য ইতিহাস ছড়িয়ে আছে বিভূতিভূষণের দিনলিপির পাতায় পাতায়। বিভূতিভূষণ জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে 'গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের একটি সাময়িক পত্রিকার জন্য ধারাবাহিক উপন্যাস রচনার প্রয়োজনে, গজেন্দ্র কুমার মিত্রের অনুরোধে তিনি এই ইছামতী গাথা রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইছামতীর পৃষ্ঠাপটে স্বয়ংসম্পূর্ণ তিন/চার খণ্ডে একশ' বছর ব্যাপী সমাজ-জীবনের ইতিহাস রচনা করবার সংকল্প তাঁর ছিল। কিন্তু অকালপ্রয়াণে তাঁর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থেকে গেছে। তবু এক খণ্ডে যে তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন, সে টুকুই সান্ত্বনা।'[১] 'ইছামতী' উপন্যাস নদীসন্নিহিত পল্লী বাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে আশা-নিরাশা, হাসি-কান্নার ইতিহাস। লেখক 'ইছামতী' নদীকে কালপ্রবাহের প্রতীক হিসেবে উপন্যাসে স্থাপন করেছেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—'আমার উপন্যাসের মূল সুর—vastness of space and passing time."[২]

বিভূতিভূষণ শুনিয়েছেন ১২৭০ বঙ্গাব্দের কাহিনি। গ্রাম বাংলার দোর্দণ্ড প্রতাপ শিপ্‌টন সাহেবের দল, দেওয়ান রাজারাম, রসিক মল্লিক, করিম লেঠেল, প্রসন্ন আমীনের মত দেশি লোকের সহায়তায় চাষী রায়তের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা। অন্যদিকে কৌলীন্য প্রথার করাল গ্রাস, ব্রহ্মত্র বৃত্তিভোগী অলস মূর্খ ব্রাহ্মণের দল, নিস্তারিণীর মতো সাহসী তরুণীর কথা, গয়ামেমের মতো নারীধর্মে নিষ্ঠাবতী নারী, হলাপেকের মতো নরহত্যাকারী দস্যুর কথা, নালু পালের মতো দরিদ্র যুবকের স্বাধীন ব্যবসায় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনি, রামকানাই কবিরাজের জীবনাদর্শের কথা, জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত পণ্ডিত ভবানী বাড়ুয্যের অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণী। 'ইছামতী' নদী এখানে জীবনপ্রবাহের প্রতীক। মনে হয় 'ইছামতী' উপন্যাস যেন দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের পরিপূরক আর একখানা 'নীলদর্পণ'। বিভূতিভূষণের জীবিত কালের প্রকাশিত শেষ উপন্যাস 'ইছামতী'। নদীতীরবর্তী গ্রাম বাংলার অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অতি সাধারণ মানুষের দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন-সংগ্রামের কাহিনি ও আধ্যাত্মিক আকুতি এই তিনটি উপলব্ধির ফসল 'ইছামতী' উপন্যাস।

শৈশবে অপুর প্রকৃতিচেতনার যে-উপলব্ধি তা ধারাবাহিক ভাবে যেন জিতু, যতীন, অবশেষে ভবানীর মধ্যে এসে পূর্ণতা লাভ করেছে। সাধারণ মানুষের প্রতি বিভূতিভূষণের ভালবাসা ছিল অকৃত্রিম, তাই হত দরিদ্র মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি প্রকৃতির পটভূমিকায় অঙ্কন করেছেন। 'ইছামতী'র সদা চলমান শান্ত জলধারার সাথে দিগন্ত বিস্তৃত মাধবপুর, মোল্লাহাটি, পাঁচপোতা গ্রামের হারিয়ে যাওয়া মানুষের জীবন মৃত্যুর সংগ্রাম